12 FEB 2017

দৈনিক

সৃজনশীল পদ্ধতিতে অসৃজনশীলতা

এম এইচ রবিন ●

মুখস্থনির্ভর লেখাপড়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকার চালু করে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। দীর্ঘদিন ধরে এ পদ্ধতিতে পাঠদান চালু হলেও শিক্ষকরা সেভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারেননি। প্রায় পৌনে ৫ লাখ শিক্ষকের মধ্যে এ পর্যন্ত স্বল্পমাত্রার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৬০ হাজার। ফলে শিক্ষকরা পাঠদান ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারছেন না। এতে শিক্ষার্থীরা বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এবং আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যে সরকার চালু করে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মূল্যায়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শিক্ষকদের। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বাইরে থাকায় এর সুফল আসছে না। সৃজনশীল প্রশিক্ষণে গলদ ও অব্যবস্থাপনায় ৪ লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষকের মধ্যে চার লাখেরও বেশি প্রশিক্ষণ পাননি।

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষক আছেন চার লাখ ৬৮ হাজার ৯৪৩ জন। পাঁচ বছরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৬০ হাজার ৭৭০ শিক্ষক। তাও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনদিনের। বিশাল সংখ্যক শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ওপর বিষয়ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণই পাননি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষক ৪,৬৮,৯৪৩ জন

৩ দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৬০,৭৭০ শিক্ষক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে ডিসেম্বরে পাঠানো সেসিপ প্রকল্পের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া যায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদনে বলা হয়, সারা দেশে ৭ হাজার ২৭৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৭১৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন। অর্থাৎ ৫১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ শিক্ষক নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন। বাকি ৪৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না।

শিক্ষকদের তথ্যমতে, ২০০৮ সাল থেকে সৃজনশীল পদ্ধতি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তন করা হয়। এর আগে ২০০৭ সালের ১৮ জুন এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয় ২০১০ সালে। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসিতে প্রথমবারের মতো বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষা হয় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে। বর্তমানে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু আছে মোট ২৭টি বিষয়ে। মূল বিতর্ক হলো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর পর আট বছর পার হলেও দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের অর্ধেকের বেশি শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না। তারা যথাযথ প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন না।

শিক্ষকদের অভিযোগ, ন্যূনতম ধারণা না দিয়েই কারিগরি শিক্ষার তিন স্তরে ২০১১ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়। এর তিন বছর পর ২০১৫ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নামকাওয়াস্তে কিছু শিক্ষককে তিন বা ছয় দিনের প্রশিক্ষণ দেয়।

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, আসলে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উদ্যোগ সফল হয়নি। শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারছেন না, যথাযথ প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। কারণ এই ব্যবস্থা এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

সৃজনশীল পদ্ধতিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বুঝতে না পেরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয় নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরিচালনাকারী সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (সেসিপ) জয়েন্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (জেপিডি) আবু সাঈদ শেখ (অতিরিক্ত সচিব) বৃহস্পতিবার আমাদের সময়কে বলেন, প্রকল্পটি চলমান। ডিপিপি অনুযায়ী শতভাগ এখনো প্রশিক্ষণ দেওয়া শেষ হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আছে। তবে প্রকল্প শুরু করতে বেশ সময় পার হয়েছে বলেও জানান। তিনি বলেন, বাকি সময়ে যদি সবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা যায়, তা হলে প্রকল্প মেয়াদ বাড়ানোর চিন্তা আছে। তিন দিনের প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ নয় স্বীকার করে এই কর্মকর্তা জানান আগামীতে ১৫ দিন বা ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চূড়ান্ত হয়নি।